سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتٌّ وَّخَمْسُونَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ① قُمْ فَاَنْذِرْ ② وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ③ وَثِيَابَكَ
فَطَهِّرْ ④ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ⑤ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ⑥ وَ
لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ⑦ فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ ⑧ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ
يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ⑨ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ⑩ ذَرْنِيْ وَمَنْ
خَلَقْتُ وَحِيْدًا ⑪ وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ⑫ وَّبَنِيْنَ
شُهُوْدًا ⑬ وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ⑭ ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ
اَزِيْدَ ⑮ كَلَّا ۭ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ⑯ سَاُرْهِقُهٗ
صَعُوْدًا ⑰ اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ⑱ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ⑲ ثُمَّ
قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ⑳ ثُمَّ نَظَرَ ㉑ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ㉒
ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ㉓ فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ
يُّؤْثَرُ ㉔ اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ㉕ سَاُصْلِيْهِ
سَقَرَ ㉖ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ㉗ لَا تُبْقِيْ وَ
لَا تَذَرُ ㉘ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ㉙ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ㉚

সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৫৬।।
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) হে চাদরাবৃত, (২) উঠুন, সতর্ক করুন, (৩) আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন, (৪) আপন পোশাক পবিত্র করুন (৫) এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (৬) অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দিবেন না। (৭) এবং আপনার পালনকর্তার উদ্দেশে সবর করুন। (৮) যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে ; (৯) সেদিন হবে কঠিন দিন, (১০) কাফেরদের জন্যে এটা সহজ নয়। (১১) যাকে আমি অনন্য করে সৃষ্টি করেছি, তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। (১২) আমি তাকে বিপুল ধন-সম্পদ দিয়েছি। (১৩) এবং সদা সংগী পুত্রবর্গ দিয়েছি, (১৪) এবং তাকে খুব সচ্ছলতা দিয়েছি। (১৫) এরপরও সে আশা করে যে, আমি তাকে আরও বেশী দেই (১৬) কখনই নয়। সে আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী। (১৭) আমি সত্বরই তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহণ করাব। (১৮) সে চিন্তা করেছে এবং মনঃস্থির করেছে, (১৯) ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনঃস্থির করেছে, (২০) আবার ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনঃস্থির করেছে। (২১) সে আবার দৃষ্টিপাত করেছে, (২২) অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে, (২৩) অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে ও অহংকার করেছে। (২৪) এরপর বলেছে ঃ এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু বৈ নয়, (২৫) এতো মানুষের উক্তি বৈ নয়। (২৬) আমি তাকে দাখিল করব অগ্নিতে। (২৭) আপনি কি বোঝলেন অগ্নি কি? (২৮) এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না (২৯) মানুষকে দগ্ধ করবে। (৩০) এর উপর নিয়োজিত আছে উনিশ জন ফেরেশতা।

সূরা আল-মুদ্দাসসির

সূরা মুদ্দাস্‌সির সম্পূর্ণ প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এ কারণেই কেউ কেউ একে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরাও বলেছেন। সহীহ্ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সর্বপ্রথম সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এরপর কোরআন অবতরণ বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকে। এই বিরতির শেষভাগে একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কায় পথ চলাকালে উপর দিক থেকে কিছু আওয়াজ শুনতে পান। তিনি উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখতে পান যে, সেই হেরা গিরিগুহায় আগমনকারী ফেরেশতা শূন্য মণ্ডলে একটি ঝুলন্ত আসনে উপবিষ্ট আছেন। ফেরেশতাকে এমতাবস্থায় দেখে হেরা গিরিগুহার অনুরূপ তিনি আবার ভীত ও আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কনকনে শীত ও কম্পন অনুভব করে তিনি গৃহে ফিরে গেলেন এবং বললেন ঃ زملونى زملونى আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। অতঃপর তিনি বস্ত্রাবৃত হয়ে শুয়ে পড়লেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হয়। তাই আয়াতে তাঁকে يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ 'হে বস্ত্রাবৃত' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই শব্দটি دثار থেকে উদ্ভূত। অর্থ শীত ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সাধারণ পোশাকের উপর ব্যবহৃত অতিরিক্ত বস্ত্র। مزمل শব্দের অর্থ এর কাছাকাছি। রূহুল-মা'আনীতে জাবের ইবনে যায়েদ তাবেয়ীর উক্তি বর্ণিত আছে যে, সূরা মুদ্দাস্‌সির সূরা মুযযাম্মিলের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, কিন্তু উপরে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাস্‌সির অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ, ওহী বিরতির পর সর্বপ্রথম এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

সূরা মুদ্দাস্‌সিরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রদত্ত সর্বপ্রথম নির্দেশ এই ঃ قُمْ فَاَنْذِرْ অর্থাৎ, উঠুন। এর আক্ষরিক অর্থ 'দাঁড়ান' ও হতে পারে। অর্থাৎ, আপনি বস্ত্রাচ্ছাদন পরিত্যাগ করে দণ্ডায়মান হোন। এখানে কাজের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার অর্থ নেয়াও অবান্তর নয়। উদ্দেশ্য এই যে এখন আপনি সাহস করে জনশুদ্ধির দায়িত্ব পালনে ব্রতী হোন। فَاَنْذِرْ শব্দটি انذار থেকে উদ্ভূত। অর্থ সতর্ক করা, কিন্তু এমন সতর্ক করা, যা স্নেহ ও ভালবাসার উপর ভিত্তিশীল, যেমন পিতা তার সন্তানকে সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি থেকে সতর্ক করে। পয়গম্বরগণ এরূপই করে থাকেন। তাই তাঁরা بشير ও نذير উপাধিতে ভূষিত হন। نذير-এর অর্থ স্নেহ ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে সতর্ককারী এবং بشير-এর অর্থ সুসংবাদদাতা। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরও এই উভয় উপাধি কোরআনের স্থানে স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এস্থলে শুধু সতর্ক করার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তখন পর্যন্ত মুমিন-মুসলমান গুণাগুণতি কয়েকজনই ছিল। অবশিষ্ট সবাই ছিল অবিশ্বাসী কাফের, যারা সুসংবাদের নয়—সতর্ক করারই যোগ্য পাত্র ছিল।

দ্বিতীয় নির্দেশ এই ঃ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ অর্থাৎ, শুধু আপন পালনকর্তার মহত্ত্ব বর্ণনা করুন কথায় ও কাজে। এখানে رب শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, এটাই এই নির্দেশের মূল কারণ। যিনি সারাজাহানের পালনকর্তা, একমাত্র তিনিই সর্বপ্রকার মহত্ত্ব বর্ণনার যোগ্য। তকবীরের শাব্দিক অর্থ আল্লাহু আকবার বলা হয়ে থাকে। এতে নামাযের তকবীরে তাহ্‌রীমাসহ অন্যান্য তকবীরও দাখিল আছে। এই নির্দেশকে নামাযের তকবীরে

তাহ্‌রীমার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত কারার ব্যাপারে কোরআনের ভাষায় কোন ইঙ্গিত নেই।

তৃতীয় নির্দেশ এই ঃ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - ثياب শব্দটি ...এর বহুবচন। এর আসল ও আক্ষরিক অর্থ কাপড়। রূপক অর্থে কর্মকেও ثوب ও لباس বলা হয় ; এমনিভাবে অন্তর, মন, চরিত্র ও ধর্মকেও বলা হয়। মানব দেহকেও لباس বলে ব্যক্ত করা হয়, যার সাক্ষ্য কোরআন ও আরবী বাক-পদ্ধতিতে প্রচুর পাওয়া যায়। আলোচ্য আয়াতে তফসীরবিদগণ থেকে উপরোক্ত সকল অর্থই বর্ণিত আছে। বাহ্যতঃ এতে কোন বৈপরীত্য নেই। এমতাবস্থায় নির্দেশের অর্থ হবে এই যে, আপন পোশাক ও দেহকে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখুন এবং অন্তর ও মনকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে এবং কুচরিত্রতা থেকে মুক্ত রাখুন।—(মাযহারী)

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্রতা পছন্দ করেন। এক আয়াতে আছে, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ হাদীসে পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধাংশ বলা হয়েছে। তাই মুসলমানকে সর্বাবস্থায় শরীর, স্থান ও পোশাককে বাহ্যিক নাপাকী থেকে এবং অন্তরকে আভ্যন্তরীণ অশুচি থেকে পবিত্র রাখার প্রতি সচেষ্ট হতে হবে।

চতুর্থ নির্দেশ এই ঃ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ তফসীরবিদ মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা, যুহ্‌রী, ইবনে যায়েদ প্রমুখ এস্থলে رجز -এর অর্থ নিয়েছেন প্রতিমা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক রেওয়ায়েতে এর অর্থ নিয়েছেন গোনাহ্। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রতিমা পূজা অথবা গোনাহ্ পরিত্যাগ করুন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তো পূর্ব থেকেই এ সবের ধারে-কাছে ছিলেন না। এমতাবস্থায় তাঁকে এই আদেশ করার অর্থ এই যে, ভবিষ্যতেও এসব বিষয় থেকে দূরে থাকুন। প্রকৃতপক্ষে উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে অতিশয় গুরুত্বদানের উদ্দেশে রসূলকেই সম্বোধন করে আদেশটি দেয়া হয়েছে। এতে উম্মত বুঝতে পারবে যে, আদেশটি খুবই গুরুত্ববহ। তাই নিষ্পাপ রসূলকেও এ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি।

পঞ্চম নির্দেশ ঃ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ অর্থাৎ, বেশী পাওয়ার অভিপ্রায়ে কারও প্রতি অনুগ্রহ করো না। এ থেকে জানা যায় যে, প্রতিদানে বেশী দিবে, এই আশায় কাউকে উপঢৌকন দেয়া নিন্দনীয় ও মকরূহ। কোরআনের অন্য আয়াত দ্বারা সাধারণ লোকের জন্যে এর বৈধতা জানা গেলেও এটা সাধারণ ভদ্রতার পরিপন্থী। বিশেষতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে এটা হারাম।

ষষ্ঠ নির্দেশ ঃ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ —صبر -এর শাব্দিক অর্থ প্রবৃত্তিকে বাধা দেয়া ও বশে রাখা। তাই আল্লাহ্ তাআলার বিধি-বিধান প্রতিপালনে প্রবৃত্তিকে কায়েম রাখা, আল্লাহ্‌র হারামকৃত বস্তুসমূহ থেকে প্রবৃত্তিকে বিরত রাখা এবং বিপদাপদে যথাসাধ্য হা-হুতাশ করা থেকে বেঁচে থাকাও সবরের মধ্যে দাখিল। সুতরাং এটা একটা ব্যাপক অর্থবোধক নির্দেশ, যা গোটা দ্বীনকে পরিব্যাপ্ত করে। এস্থলে বিশেষভাবে এই নির্দেশ দানের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, পূর্বের আয়াতসমূহে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত এবং শেরক ও কুফরকে বাধা দানের আদেশ দেয়া হয়েছিল। বলাবাহুল্য, এর ফলশ্রুতি এই ছিল যে, অনেক মানুষ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরোধিতা ও শত্রুতায় মেতে উঠবে এবং তাঁর অনিষ্টসাধনে উদ্যত হবে। তাই সবর ও সহনশীলতার অভ্যাস গড়ে তোলা তাঁর জন্যে সমীচীন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এই কয়েকটি নির্দেশ দেয়ার পর কেয়ামত ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। نَاقُورِ শব্দের অর্থ শিংগা এবং نقر বলে শিংগায় ফুঁ দিয়ে আওয়াজ বের করা বোঝানো হয়েছে। কেয়ামত দিবস সকল কাফেরের জন্যেই কঠিন হবে—একথা বর্ণনা করার পর জনৈক দুষ্টমতি কাফেরের অবস্থা ও তার কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

ওলীদ ইবনে মুগীরার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি গিনি ঃ এই কাফেরের নাম ওলীদ ইবনে মুগীরা। আল্লাহ্ তাআলা তাকে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দান করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ভাষায়, তার ফসলের ক্ষেত ও বাগ-বাগিচা মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সওরী বলেন ঃ তার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি দীনার। কেউ কেউ আরও কম বলেছেন। তবে এতটুকু সবার কাছেই স্বীকৃত যে, তার ক্ষেতের ফসল ও বাগানের আমদানী সারা বছর তথা শীত ও গ্রীষ্ম সব ঋতুতে অব্যাহত থাকত। তাই কোরআন পাকে বলা হয়েছে, وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا তাকে আরবের সরদার গণ্য করা হত। জনসাধারণ্যের মধ্যে তার উপাদি 'রায়হানা কোরায়শ' খ্যাত ছিল। সে গর্ব ও অহংকারবশতঃ নিজেকে ওহীদ ইবনুল-ওহীদ অর্থাৎ, এককের পুত্র একক বলত। তার দাবী ছিল এই যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে সেও তার পিতা মুগীরা অদ্বিতীয়।—(কুরতুবী) কিন্তু এই পাপিষ্ঠ আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় করেনি এবং কোরআনকে খোদায়ী কালাম মেনে নেয়া সত্ত্বেও মিথ্যা রচনা বলে বকতে থাকে। সে কোরআনকে জাদু এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জাদুকর বলে প্রচার করে। তফসীরে-কুরতুবীতে তার ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে—

রসূলে করীম (সাঃ) একদিন حٰمٓ تَنْزِيلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ থেকে إِلَيْهِ الْمَصِيرُ পর্যন্ত আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করছিলেন। ওলীদ ইবনে মুগীরা এই তেলাওয়াত শুনে একে খোদায়ী কালাম মেনে নিতে এবং একথা বলতে বাধ্য হয় যে—"আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তাঁর মুখে এমন কালাম শুনেছি, যা কোন মানুষের কালাম হতে পারে না এবং কোন জিনেরও হতে পারে না। এতে রয়েছে এক অপূর্ব মাধুর্য এবং এর বিন্যাসে রয়েছে বিশেষ ধরনের এক বর্ণাঢ্যতা। এর বাহ্যিক আবরণ হৃদয়গ্রাহী এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবাহিত রয়েছে এক স্নিগ্ধ ফল্গুধারা। এটা নিশ্চিতই সবার উর্ধ্বে থাকবে এবং এর উপর কেউ প্রবল হতে পারবে না। এটা মানুষের কালাম নয়।"

কিন্তু দুঃখজনক হলো যে, ওসব কথা স্বীকার করার পরও শুধুমাত্র অহংকার এবং বিদ্বেষবশতঃই রসূলুল্লাহ্‌র নবুওয়তে স্বীকৃতি না দিয়ে বিরুদ্ধাচরণের পথ বেছে নিল। ওলীদের এই ঘটনা কোরআন পাক নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে ব্যক্ত করেছে ঃ

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ

এখানে قدر শব্দটি تقدير থেকে উদ্ভূত। অর্থ প্রস্তাব করা। উদ্দেশ্য এই যে, এই হতভাগা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়তের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করারই সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু অপমানের ভয়ে পরিষ্কার মিথ্যা বলা থেকে বিরত রইল। তাই অনেক চিন্তা-ভাবনার পর প্রস্তাব করল, তাঁকে উপরোক্ত যুক্তির ভিত্তিতে জাদুকর বলা হোক। এই ঘৃণ্য প্রস্তাবের কারণেই আল্লাহ্ তাআলা কোরআনে فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ বলে ওর প্রতি পুনঃ পুনঃ অভিসম্পাত করেছেন।

وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ
اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ
وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۗ كَذٰلِكَ يُضِلُّ
اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ
رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ۗ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۙ ﴿٣٢﴾
وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ۙ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ۙ ﴿٣٤﴾ اِنَّهَا لَاِحْدَى
الْكُبَرِ ۙ ﴿٣٥﴾ نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ۙ ﴿٣٦﴾ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ
اَوْ يَتَاَخَّرَ ۗ ﴿٣٧﴾ كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۙ ﴿٣٨﴾ اِلَّآ اَصْحٰبَ
الْيَمِيْنِ ۛ ﴿٣٩﴾ فِيْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ۙ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۙ ﴿٤١﴾ مَا
سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۙ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ
نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۙ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ۙ ﴿٤٥﴾ وَ
كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ ﴿٤٦﴾ حَتّٰٓى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ۗ ﴿٤٧﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ
شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ۗ ﴿٤٨﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۙ ﴿٤٩﴾

(৩১) আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাই রেখেছি। আমি কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যেই তার এই সংখ্যা করেছি—যাতে কিতাবীরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও মুমিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা এবং কাফেররা বলে যে, আল্লাহ্ এর দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে চালান। আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটা তো মানুষের জন্যে উপদেশ বৈ নয়। (৩২) কখনই নয়। চন্দ্রের শপথ, (৩৩) শপথ রাত্রির যখন তার অবসান হয়, (৩৪) শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়, (৩৫) নিশ্চয় জাহান্নাম গুরুতর বিপদসমূহের অন্যতম, (৩৬) মানুষের জন্যে সতর্ককারী (৩৭) তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে। (৩৮) প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী; (৩৯) কিন্তু ডানদিকস্থরা, (৪০) তারা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে (৪১) অপরাধীদের সম্পর্কে (৪২) বলবে ঃ তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? (৪৩) তারা বলবে ঃ আমরা নামায পড়তাম না, (৪৪) অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না, (৪৫) আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম (৪৬) এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম (৪৭) আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত। (৪৮) অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না। (৪৯) তাদের কি হল যে, তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সন্তান-সন্ততি কাছে থাকা একটি নেয়ামত ঃ ওলীদ ইবনে মুগীরাকে আল্লাহ্ তাআলা যেসব নেয়ামত দান করেছিলেন তন্মধ্যে একটি ছিল وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا অর্থাৎ, সন্তান-সন্ততি কাছে থাকা। এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করা ও জীবিত থাকা যেমন নেয়ামত, তেমনিভাবে সন্তান-সন্ততি কাছে উপস্থিত থাকাও আল্লাহ্ তাআলার একটি বড় নেয়ামত।

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ তফসীরবিদ মুকাতিল বলেন ঃ এটা আবু জাহলের উক্তির জওয়াব। সে যখন কোরআনের এই বক্তব্য শুনল যে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক উনিশ জন ফেরেশতা, তখন কোরায়শ যুবকদেরকে সম্বোধন করে বলল ঃ মুহাম্মদের সহচর তো মাত্র উনিশ জন। অতএব, তার সম্পর্কে তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। সুদ্দী বলেন ঃ উপরোক্ত মর্মে আয়াত নাযিল হলে পর জনৈক নগণ্য কোরায়শ কাফের বলে উঠল ঃ হে কোরায়শ গোত্র, কোন চিন্তা নেই। এই উনিশ জনের জন্যে আমি একাই যথেষ্ট, আমি ডান বাহু দ্বারা দশ জনকে এবং বাম বাহু দ্বারা নয় জনকে দূর করে দিয়ে উনিশের কিস্‌সা চুকিয়ে দেব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় ঃ আহাম্মকের স্বর্গে বসবাসকারীরা জেনে রাখ, প্রথমতঃ ফেরেশতা একজনও তোমাদের সবার জন্যে যথেষ্ট। এখানে যে উনিশ জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই প্রধান ও দায়িত্বশীল ফেরেশতা। তাদের প্রত্যেকের অধীনে কর্তব্য পালন ও কাফেরদেরকে আযাব দেয়ার জন্যে অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছে, যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। অতঃপর কেয়ামত ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ — كبر শব্দটি كبرى -এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে যে জাহান্নামে দাখিল করা হবে, সেটি অবশ্যই গুরুতর বিপদ। এ ছাড়া তাতে রয়েছে আরো নানারকম আযাব।

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ এখানে অগ্রে যাওয়ার অর্থ ঈমান ও আনুগত্যের দিকে অগ্রণী হওয়া এবং পশ্চাতে থাকার অর্থ ঈমান ও আনুগত্য থেকে পশ্চাতে থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে সতর্ক করা সব মানুষের জন্যে ব্যাপক। অতঃপর এই সতর্কবাণী শুনে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি অগ্রণী হয় এবং কোন কোন হতভাগা এরপরও পশ্চাতে থেকে যায়।

كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ — رهينة -এর অর্থ এখানে প্রত্যেকের আটক ও বন্দী হওয়া। ঋণের পরিবর্তে বন্ধকী দ্রব্য যেমন মহাজনের হাতে আটক থাকে—মালিক তাকে কোন কাজে লাগাতে পারে না, তেমনি কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই তার গোনাহের বিনিময়ে আটক ও বন্দী থাকবে। কিন্তু, আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা ডানদিকের সৎলোকগণ এ থেকে মুক্ত থাকবে।

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ এখানে هم সর্বনাম দ্বারা সেসব অপরাধীকে বোঝানো হয়েছে, পূর্বের আয়াতে যারা তাদের চারটি অপরাধ স্বীকার করেছে—(১) তারা নামায পড়ত না, (২) তারা কোন অভাবগ্রস্ত ফকীরকে আহার্য দিত না ; অর্থাৎ, দরিদ্রদের প্রয়োজনে ব্যয় করত না, (৩) ভ্রান্ত লোকেরা ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলত